মেহেরপুরে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মুল্যের চেয়ে কারসাজি করে অধিক মুল্যে সার বিক্রির অভিযোগে সার ব্যবসায়ীর ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের অভিযোগে ফাস্ট ফুড দোকান মালিককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক মেহেরপুর শহরের কলেজ রোড ও কাথুলি মোড় এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান চালান।

অভিযান সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: আলমগীর হোসেন, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, মেসার্স আশাবুল হক নামের শহরের বিসিআইসি সারের ডিলার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক দামে সার বিক্রি করছিলেন। সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকা দামের টিএসপি সার ১৮৫০ টাকা বিক্রি করছিলেন। যা বস্তা প্রতি ৫০০ টাকা বেশি। ডিলারদের এই অতিরিক্ত মুল্য কারসাজির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ কৃষক। এই অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: রেজাউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া শহরের কলেজ মোড় এলাকার মেসার্স ক্যাফে গার্ডেন নামক ফাস্টফুড প্রতিষ্ঠানে ফ্রিজে ও রান্না ঘরে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রেখে বাসি খাবার বিক্রি করছিলেন। পুরো রান্নাঘর আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য পণ্য তৈরি ও প্রক্রিয়াকরণের অপরাধে ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক সাইফুল ইসলামকে একই আইনের ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ফাস্ট ফুড দোকানটি ৩ দিনের

জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

অভিযানে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রির ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) র অভিযানে ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী মোঃ মিনারুল ইসলাম (৪৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টা ৪৫ মিনিটের সময় গাংনীর লক্ষীনারায়ণপুর ধলা দক্ষিণপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত মোঃ মিনারুল ইসলাম ঐই গ্রামের নুরুল ইসলাম ছেলে।

ওসি সাইফুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের এসআই আশরাফ, এএসআই হেলাল, এএসআই ইমরুল এবং এএসআই সেলিমের সহায়তায় পুলিশের একটি দল গাংনীর লক্ষীনারায়ণপুর ধলা দক্ষিণপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মিনারুল ইসলামকে ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয় ।

এ সময় প্রাথমিক জিজ্ঞাসা করলে আটককৃত জানান সে ভারত সীমান্ত থেকে অবৈধ পথে গাজা ক্রয় করে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করে থাকে।

এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(খ) ধারায় গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মামলা নং- ০৮।

আসামি মিনারুল ইসলামকে আজ বুধবার (৬ মার্চ) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকা থেকে ১২ কেজি গাঁজাসহ আল আমিন (৪৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ভোররাতে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আল আমিন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মুসলিমপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, ভোরে হাটগোপালপুর এলাকার ছয়াইল রোডে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় খাগড়াছড়ির মুসিলমপাড়া গ্রামের আল আমিনকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ কেজি গাঁজা। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মহেশপুরে প্রতিবন্ধী নারীকে নির্যাতনের ঘটনায় ৫ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় মানসিক প্রতিবন্ধী নারীকে অমানসিক নির্যাতন করার ঘটনায় ৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (০৪মার্চ) রাতে উপজেলার খোশালপুর গ্রাম থেকে নির্যাতনকারী ওই ৫ জনকে আটক করে পুলিশ।

আটককৃতরা হলো-খোশালপুর গ্রামের জলিল তরফদারের ছেলে মুহিত তরফদার, তার ছেলে রাব্বি তরফদার, নুরুল আমিনের ছেলে তারিখ মনোয়ার, সানোয়ার হোসেনের ছেলে উসমান আলী ও নেপা গ্রামের খায়রুল ইসলামের ছেলে নাজমুল হোসেন।

মহেশপুর থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান জানান, সোমবার বিকেলে ওই এলাকার কাপড় ব্যবসায়ী মহির উদ্দিনের দোকানের সামনে শুয়ে ছিলো ৪৫ বছর বয়সী এক নারী প্রতিবন্ধী। দুপুর ৩ টার দিকে মহির উদ্দিনের ছেলে রাব্বি হোসেন ওই নারীকে দোকানের সামনে থেকে চলে যেতে বলে। ওই নারী চলে না গেলে তাকে লাঠি দিয়ে গুতা দেয় রাব্বি হোসেন। সেসময় ওই নারী রাব্বীর দিকে ছুটে যায়।

পরে দোকান খোলার পর মানসিক প্রতিবন্ধী ওই নারী দোকানে ঝোলানো তালা খুলে ফেলে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মহির উদ্দিন, তার ছেলে রাব্বি, পাশের দোকানি নাজমুলসহ ৫জন ওই নারীকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। দোকানের সামনে ফেলে মাথায় আঘাত করা হয়। এ ঘটনায় একটি ভিডিও স্থানীয় এক যুবক ধারণ করে।

বিষয়টি জানাজানি হলে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ৫ জনকে আটক করা হয়। মানসিক প্রতিবন্ধী নারীর পরিচয় না পাওয়ায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতি সাড়ে ৪ ঘন্টায় ১টি তালাক

সারাদেশে তালাকের হার বাড়ছে। এই হারটা রীতিমতো ভয়াবহ। দেশের সবচেয়ে ছোট জেলা মেহেরপুরে প্রতি সাড়ে ৪ ঘন্টায় ১টি তালাক হচ্ছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই জেলাতে তালাক হয়েছে প্রতিদিন গড়ে ৫ টি করে।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী ২০২২ সালে জেলাতে মোট ২১ শত বিবাহের পাশাপাশি ১৯২৯ টি তালাক রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এই চিত্রটিই উদ্বেগের।

একাধিক নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের সাথে কথা বলে জানা গেছে বর্তমানে তালাকের কারণ হিসাবে যৌতুক ও শারিরীক নির্যাতনের অভিযোগ প্রায় শুণ্যের কোঠায়। বিগত ২/৩ বছরে তালাকনামায় যে কারনগুলি প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টিকটকের অতিরিক্ত আসক্তি। স্ত্রীর পিতা-মাতার স্বামীর পরিবারে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের প্রবণতা। সঠিকভাবে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে না পারা, যৌন অক্ষমতা এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েয় পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় প্রদত্ত তথ্য মতে সদর উপজেলায় ৭ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ৪ জন এবং গাংনী উপজেলাতে ১১ জন সরকার নিবন্ধিত নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের (কাজী) মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৮০২ টি বিবাহের বিপরীতে ৯৭৪ টি তালাক, মুজিবনগর উপজেলায় ৫৫২ টি বিবাহের বিপরীতে ২৩৩ টি তালাক এবং গাংনী উপজেলায় ৭৪৬ টি বিবাহের বিপরীতে ৭২২ টি তালাক নিবন্ধিত হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ ও এর পরিপেক্ষিতে পরবর্তীতে সংঘটিত তালাকগুলি আইনগত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়না। বিষয়গুলি আদালতে গড়ায়। ফলে এই পরিসংখ্যান সঠিক ভাবে উঠে আসে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২২’ শীর্ষক জরিপের তথ্য অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় ২২ সালে মোট জনসংখ্যা ৭ লাখ ৫ হাজার ৩৫৬ জন। প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে জেলায় বিবাহের হার ২২ এবং তালাকের হার ২.৭। সে অনুযায়ী ২০২২ সালে মেহেরপুর জেলায় মোট বিবাহের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫ শত ১৫ টি এবং তালাকের সংখ্যা ১৯০৪ টি।

তবে বিবিএস জরিপের তথ্যে তালাকের পরিসংখ্যান জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সাথে কিছুটা কসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও মোট বিবাহের বিবাহের তথ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ বসির উদ্দিন বলেন, জনশুমারীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দোরগোড়ায় যাওয়া হয়। সেখানে ভূলের সম্ভাবনা নেই। তবে বিবাহ-তালাকের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে একটি স্যাম্পল এরিয়া নির্ধারণ করে ফলাফল বের করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যার সাথে জরিপের ফলাফলে সংখ্যাগত কিছু ব্যাত্বয় ঘটতে পারে।

বাংলাদেশের ট্র্যাডিশনাল সমাজ মনে করে, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল তৈরি হলে বা বনিবনা না হলে, চট করে একটি বাচ্চা নেওয়া উচিৎ। তাহলে সম্পর্ক টিকে যাবে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তখন সন্তান এই নাটকের অংশ হয়ে যায়, তার জীবন হয়ে যায় বিভীষিকাময়। কারণ, শিশু যদি দেখে বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, ভুল বোঝাবুঝি, মারামারি বা শীতল সম্পর্ক চলছে, তা সন্তানের ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার খায়রুল ইসলাম(বাশার)। তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৮ টি বিবাহ ও ১০০ টি তালাক রেজিস্ট্রি করেছেন। আর ২৩-২৪ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত ৩৩ টি বিবাহ ও ৮৫ টি তালাক রেজিস্ট্রি করেছেন।

খাইরুল ইসলাম এ প্রতিবেদককে বলেন, ‘ জেলাতে তালাকের হার পল্লী অঞ্চলে শহরের তুলনায় প্রায় ৮২ শতাংশ বেশি, এটিই উল্লেখযোগ্য তথ্য। শহরের ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের দম্পতিরা বিভিন্ন কারণে যে বিষাক্ত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও গ্রামের মানুষ সেটা করছেন না। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান তালাকের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে সংসারের বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে বাবা-মা মেয়ের সংসারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করতে চান। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠছে। যার শেষ পরিণতি বিচ্ছেদে গড়াচ্ছে। তবে এত কিছুর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হলো বর্তমানে তালাকের কারণ হিসেবে যৌতুক ও শারিরীক নির্যাতনের অভিযোগ তেমন দেখা যাচ্ছে না।’

মেহেরপুর সদর উপজেলার নিকাহ রেজিস্ট্রার আব্দুল মাবুদ জানান ২০২২-২৩ অর্থবছরে তার কাছে ১৪৫ টি বিবাহ ও ২৪৫ টি তালাক রেজিস্ট্রি হয়েছে। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত তার মাধ্যমে ১১৩ টি বিবাহ ও ২১৬ টি তালাক রেজিস্ট্রি হয়েছে।

আব্দুল মাবুদ আরও বলেন, ‘বাল্য বিবাহের কারনে তালাক বেশি হচ্ছে। এছাড়াও এ অঞ্চলে তালাকের একটি বড় কারণ হলো স্বামী বিদেশে থাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় প্রবাস থেকে স্বামীর পাঠানো টাকার হিসাব না রাখা, যত্রতত্র খরচ করা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীর অবর্তমানে পরকীয়া জড়িয়ে পড়া। ‘

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা কল্লোল বলেন, ‘ যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে সেগুলোর কারণ অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট হয় যে সমাজে

নৈতিকতার পতন ঘটেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। নারী-পুরুষ বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কে জড়াচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে মানতে বা তার অধিনে থাকতে চাইছেন না। মূলত এসকল কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। বর্তমানে নারীরা অতিরিক্ত স্বাধীনতাকামী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বাবলম্বী হতে চায়, এবং স্বাবলম্বী হতে যেয়ে অনেকেই অনৈতিক পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। অনেকে আবার প্রবাসে থাকা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর পাঠানো টাকা তসরুপাত সহ পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ‘

অপর এক আইনজীবী এডভোকেট মিজানুর রহমান বলেন, ‘মূল কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে গেলে তা একটি অস্বাস্থ্যকর ও লোক দেখানো সম্পর্কে পরিণত হয়। তখন সন্তান, দায়-দায়িত্ব সব কিছুই ঠুনকো হয়ে পড়ে। সম্পর্কটা হয়ে যায় সাংঘর্ষিক। নানা রকম আলাপ-আলোচনা করেও যখন সমন্বয় করা যায় না, তখন বিয়ে বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।’

গাংনীকে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান, মামলা দায়ের ও মোটরসাইকেল জব্দ

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের ঝটিকা অভিযানে চেকপোস্ট বসিয়ে মোটরসাইকেল আটক ও মালিককে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের কাথুলি মোড় ও মালশাদহ নামক স্থানে পৃথক অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়।

এ সময় হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানোসহ মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং ১৪টি মামলা দায়ের করা হয়।

এসময় চারটি গাড়ির মালিককে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। প্রতিদিনই আমরা অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত অবৈধ মোটরসাইকেলসহ যে সমস্ত মোটরসাইকেলে চালক হেলমেট বিহীন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন চলাচল করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

দর্শনায় মাদক রাখার অপরাধে তিনজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

দর্শনায় ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা রাখার অপরাধে তিনজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন আল আমীন (১৯) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের জিয়াউলের ছেলে, মেহেদী হাসান২৫) আজিমপুর মসজিদ পাড়ার আশরাফুলজামানের ছেলে। জাহিদুল শাহ(২১) দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল হালিম শাহর ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো:সাইফুল ইসলাম সাইফ। আজ সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ রায় দেন।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের জিয়াউলের ছেলে আল আমীনকে আটক করেন, পরে তার দেহ তল্লাশী করে ২পিচ ইয়াবা ট্যবলেট উদ্ধার করেন, একই দিকে আজিমপুর, মসজিদপাড়ার আশরাফুজ্জামানের ছেলে মেহেদি হাসানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন।

এছাড়াও দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল হালিম শাহর ছেলে জাহিদুল শাহকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ২ পিচ ইয়াবা ট্যবলেট উদ্ধার করেন। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে আল আমিন, মেহেদী হাসান ও জাহিদুল ইসলামকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ও দুইজনকে ৫০ টাকা অর্থ দন্ড ও একজনকে ১ শত টাকা অর্থদন্ড করেন। পরে তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। ভ্রাম্যমান আদালতে সহযোগিতা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও সাহারা ইয়াসমিন।

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ সিসা কারখানায় অভিযান জরিমানা ও উচ্ছেদ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উক্ত গ্রামে হঠাৎ করেই গড়ে উঠেছিলো ব্যাটারি পুড়িয়ে অবৈধ সিসা তৈরি কারখানা।

এই কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় পরিবেশ দুষিত হচ্ছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে গাইবান্ধা জেলার আ: লতিফ নামের একজনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং কারখানাটি উচ্ছেদের আদেশ দেন।

আজ সোমবার বিকাল ৫ টার দিকে অবৈধ সিসা কারখানায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উক্ত ও দোস্ত গ্রামের আঞ্চলিক সড়কের পাশে প্রায় ২/৩ সপ্তাহ আগে উক্ত গ্রামের এরশাদ নামের এক ব্যক্তির জমি ভাড়া নিয়ে বগুড়ার শাহীন নামের এক ব্যক্তি এই সিসা কারখানা গড়ে তুলেছে। কারখানার ভিতর প্রায় ২৫/৩০ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করছে। কেউ ব্যাটারি ভাঙছেন, কেওবা আবার ভাঙা ব্যাটারির প্লেট এক যাগায় স্তুপ করছেন। এসব প্লেট গভীর রাতে আগুনে পুড়িয়ে সিসা তৈর করা হয়। এই কারখানায় কাজ করা শ্রমিক

বগুড়া, গাইবান্ধা ও নওগাঁ জেলার বাসিন্দা। স্থানীয় কোন মানুষই এই কারখানায় কাজ করে না। সবাই বাইরের জেলা থেকে এসে এখানে কাজ করছে।

অবৈধ সিসা কারখানায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন আজ বিকালে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে কারখানার ম্যানেজার আ: লতিফকে দন্ডবিধি ১৮৬০ অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সেই সাথে অবৈধ কারখানাটি উচ্ছেদ করেন। এসময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

মেহেরপুরে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

একটি মামলায় আদালত কর্তৃক ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাদাদ হোসেনকে (৫০) গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরের দিকে তাকে হ্রেফতার করে আদালতে নিলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

সাদাদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের নবীছুদ্দিনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাদাদ হোসেনের নামে ২/১৩ ইং মামলায় ৩ মাসের কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। সে থেকে দণ্ডিত সাদাদ হোসেন পলাতক ছিলেন।

সদর থানার এএসআই বাশার তাকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দেন।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমান আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বিএসটিআই অনুমোদন না থাকায় দামুড়হুদায় তারিণ ফুড বেকারি, মিষ্টি বাড়ি ও ডায়মন্ড মিছরি কারখানায় ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি সজল কুমার দাস।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে প্রতি প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ রায় দেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র থেকে জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়নের দশমীপাড়া ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুইটি বেকারি ও একটি মিছরি তৈরির কারখানায় বিএসটিআই এর অনুমোদন না থাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকরণ এবং পণ্যের মোড়কে বাজারজাতকরণের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত তারিন ফুড প্রোডাক্টসের মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং ওজনে কম দেওয়ায় দশমীপাড়ায় অবস্থিত মিষ্টি বাড়ি নামক মিষ্টি ও বেকারি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক আল মামুনকে ও মাহামুদুল হাসান এ্যালেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৬ ও ৫৩ ধারায় ৪০ হাজার টাকা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিছরি প্রস্তুত করায় দশমীপাড়ায় অবস্থিত এক মিছরি কারখানার মালিক মাহফুজুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫৩ ধারায় ৫হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমান আদলতে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, মো: আনিছুর রহমান ও দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।